দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২৫/০১/২০২১ (পৃঃ ০৩)

আসছে ভিটামিন এ-আয়রনসমৃদ্ধ ধান

গাজীপুর প্রতিনিধি

প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ পর্যন্ত ১০৫টি বিভিন্ন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। এর মধ্য গত দুই বছরে প্রতিষ্ঠানটি উদ্ভাবন করেছে ১১টি উচ্চফলনশীল জাত। ব্রি পূর্ববর্তী গত ১০ বছরে ৫০টি উফশী ধানের জাতসহ বেশ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছে। এ ছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রেক্ষাপটে নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার লক্ষ্যে ব্রি বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত নয়টি লবণসহিষ্ণু, দুটি জলমগ্নতাসহিষ্ণু, তিনটি খরাসহিষ্ণু, একটি খরা পরিহারকারী, দুটি শীত সহনশীল ও চারটি জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। ১৪ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়।

কর্মশালায় আরও জানানো হয়, বিভিন্ন ধরনের বৈরী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী আরও ধানের

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা

জাত উদ্ভাবনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ধানের গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন এ ও আয়রনসমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে। ব্রি উদ্ভাবিত সরু ও সুগন্ধযুক্ত বোরো মৌসুমের জাত ব্রি ধান৫০ বা বাংলামতি রপ্তানি সম্ভাবনাময়। বর্তমানে দেশের ৮০ শতাংশ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ হয় এবং এর থেকে আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৯১ ভাগ। ব্রি উদ্ভাবিত এই জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততাসহনশীল বোরো জাত ব্রি ধান৬১ ও ব্রি ধান৬৭, জিঙ্কসমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭২ ও ব্রি ধান৭৪, ঐতিহ্যবাহী বালাম চালের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সরু বালাম নামে পরিচিত জাত ব্রি ধান৬৩, সরাসরি বপনযোগ্য আগাম আউশ ধানের জাত ব্রি ধান৬৫, খরাসহনশীল ও উচ্চমাত্রার প্রোটিনসমৃদ্ধ বোরো জাত ব্রি ধান৬৬, বোরো মৌসুমের আদর্শ উফশী জাত ব্রি ধান৬৮ এবং কম খরচে আবাদযোগ্য উফশী জাত ব্রি ধান৬৯। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রি উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে আরও আছে ব্রি ধান২৯-এর সমপর্যায়ের গুণাগুণসম্পন্ন ব্রি ধান৫৮ এবং আমন মৌসুমের জনপ্রিয় বিআর১১-এর সমতুল্য ব্রি ধান৪৯। তবে এটি ব্রি ধান২৯-এর চেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগাম। গত দুই বছরে মোট ১১টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে এবং এর মাধ্যমে ব্রি উদ্ভাবিত মোট ধান জাতের সংখ্যা হলো ১০৫টি। এর মধ্যে সাতটি হাইব্রিড ধানের জাত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রি উদ্ভাবিত নতুন ধানের জাতগুলো হলো ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯১, ব্রি ধান৯২, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, ব্রি ধান৯৬, ব্রি ধান৯৭, ব্রি ধান৯৮ ও ব্রি ধান৯৯। রোপা আমন, রোপা আউশ ও বোরো মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত এসব ধানের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে পাঁচ থেকে সাড়ে আট টন।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৫/০১/২০২১ (পৃঃ ১০)

উচ্চফলনশীল ব্রি- ৮৭ ধান চাষে সফলতা

বরিশাল : উচ্চফলনশীল জাতের ব্রি-৮৭ ধান কাটছেন কৃষক -জনকণ্ঠ

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকালীন উচ্চফলনশীল জাতের ব্রি-৮৭ ধান চাষ করে ব্যাপক ফলন পেয়েছেন কৃষকরা। কম সময়ে উৎপাদিত ধান ঘরে তুলতে পারায় আগাম ধান কেটে অন্যান্য রবি শস্য উৎপাদনের সুযোগ পাচ্ছেন চাষীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই ধানে চিটা এবং পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম। বেশি ফলন এবং চাল চিকন ও সাদা বর্ণের হওয়ায় নতুন জাতের এই ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বেড়েছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৭৬ এর বীজ রোপণের পর কর্তনে সময় লাগে ১৬৩ দিন এবং ব্রি ধান-৭৭ কর্তনে লাগে ১৫৪ দিন সময়। দুটি জাতেই গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ মেট্রিক টন ধান উৎপাদিত হয়। কৃষি বিজ্ঞানীরা আরও কম সময়ে উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা শুরু করেন। ২০১৮ সালে ব্রি ধান-৮৭ নামে নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেন বিজ্ঞানীরা। গত বছর পরীক্ষামূলক চাষের পর এবার স্বল্প পরিসরে অংশীদারমূলক পদ্ধতিতে কৃষক পর্যায়ে এই ধানের চাষ হয় বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের পতিত জমিতে।

ধানের বীজ রোপণের ১২৫ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে ফসল ঘরে তুলেছেন কৃষক। ফলনও হয়েছে বাম্পার। প্রতি হেক্টরে উৎপাদিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় মেট্রিক টন ধান। নিয়ম মেনে নতুন জাতের এই ধান চাষ করার পাশাপাশি সঠিক পরিচর্যা করায় প্রত্যাশার চেয়েও ফলন বেশি হয়েছে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের।

কৃষকরা জানান, এ জাতের ধানে চিটা নেই বললেই চলে। আগাম ফসল কাটতে পারায় ওই জমিতে এখন সরিষা, আলুসহ অন্যান্য রবি শস্য করার উদ্যোগ নিতে পেরেছেন কৃষকরা। বাম্পার ফলনের খবরে প্রতিদিনই আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা নতুন জাতের ধান দেখে আগামীতে তারাও উচ্চ ফলন পেতে এই ধান চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন। বরিশালের রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপ-সহকারী প্রশিক্ষক মোঃ কামাল হোসেন জানান, তারা সঠিক সময়ে কৃষকদের হাতে সঠিক বীজ তুলে দিয়েছেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ম মেনে চাষাবাদ এবং পরিচর্যা করায় নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৮৭ এর ফলন বাম্পার হয়েছে। রহমতপুর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ জিএম ইদ্রিস জানান, আগাম ধান কর্তন করায় কৃষকরা এখন রবি শস্য চাষ করার সুযোগ পাচ্ছে। এতে কৃষকের উৎপাদন এবং আয় দুটোই বাড়বে। এই ধান কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ব্রি এর প্রধান ড. মোঃ আলমগীর হোসাইন জানান, নতুন জাতের এই ধানের চাল চিকন এবং বর্ণ সাদা। বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কৃষকরা এই ধান চাষ করলে লাভবান হবেন। নতুন জাতের ব্রি ধান-৮৭ আগামী আমন মৌসুমে কৃষকের কাছে প্রধান জাতের ধান হিসেবে পরিগণিত হবে।